



## ভর্তি

# একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি: শিক্ষার্থীদের প্রতি ২ নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা



By using this site, you agree to our Privacy Policy. OK

একাদশ শ্রেণিতে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তির জন্য আবেদনপ্রক্রিয়া চলছে। তবে অনেকে নানা ধরনের সমস্যায় পড়ছে আবেদন করতে গিয়ে। তাদের মধ্যে আবেদন বাতিল করা ও ইমপ্রুভমেন্ট দেওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি আবেদনের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে এ নির্দেশনা।

শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনায় বলা হয়েছে, যেসব শিক্ষার্থী আবেদন বাতিলের জন্য আবেদন করেছেন, তাদের আবেদন বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে আবেদন-সংশ্লিষ্ট পেমেন্টও বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং আবেদন বাতিলের পর নতুন করে আবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে ফি দিতে হবে। আর যেসব শিক্ষার্থী ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষা দিয়েছে, তাদের কোন ফলাফলটি একাদশ শ্রেণিতে স্মার্ট ভর্তির সিস্টেমে ব্যবহার করা হবে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর পছন্দ বিবেচিত হবে বলে বোর্ড থেকে নির্দেশনা পাওয়া গেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ ফরমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে তাদের পছন্দের কথা ৮ জুনের মধ্যে জানাতে পারবেন। এ সময়সীমার মধ্যে পছন্দের কোনো তথ্য না পাওয়া গেলে, শিক্ষার্থীর সর্বশেষ পরীক্ষার ফলাফল একাদশ শ্রেণিতে স্মার্ট ভর্তির সিস্টেমে ব্যবহার করা হবে।

১১ জুন পর্যন্ত এ আবেদন করতে পারবে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা। ৫ জুন দুপুর ১২টা পর্যন্ত ১০ লাখ ৯৭ হাজার ৬৬৩টি আবেদন পড়েছে। ইএসভিজি চয়েস দাখিল হয়েছে ৫৯ লাখ ৮০ হাজার ৬৯০। পেমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে ১০ লাখ ৮৮ হাজার ৬৫১ জন আবেদনকারীর।

## অনলাইনে আবেদন

শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশিত একাদশ শ্রেণির ভর্তি নীতিমালায় বলা হয়েছে, চলতি বছর অনলাইনে নির্ধারিত [ওয়েবসাইটে](#) একাদশ শ্রেণির ভর্তির আবেদনের কার্যক্রম চলবে। অনলাইন ছাড়া সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ম্যানুয়ালি ভর্তির আবেদন নেওয়া হবে না। ১৫০ টাকা আবেদন ফি দিয়ে শিক্ষার্থীদের সর্বনিম্ন ৫টি ও সর্বোচ্চ ১০টি কলেজে পছন্দক্রম দিতে হবে। একজন শিক্ষার্থী যতগুলো কলেজে আবেদন করবে, এগুলোর মধ্য থেকে তার মেধা, কোটা ও পছন্দক্রমের ভিত্তিতে একটিমাত্র কলেজে ভর্তির অবস্থান নির্ধারণ করা হবে।

## মেধা কোটা কত

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে মোট শূন্য আসনের ৯৩ শতাংশ মেধা কোটা হিসেবে বিবেচিত হবে। এসব শূন্য আসন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। বাকি ৭ শতাংশের মধ্যে ৫ শতাংশ আগের মতোই বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। অবশিষ্ট ২ শতাংশের ১ শতাংশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ১ শতাংশ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর-সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য রাখা হয়েছে। আগের মতো এবারও এসব আসনে শিক্ষার্থী না থাকলে তা মেধা কোটায় বিবেচিত হবে। কোটার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হলে মেধার ভিত্তিতে তালিকা করা হবে।

পূর্ববর্তী তিন বছরে দেশের যেকোনো শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা নীতিমালার অন্য বিধানাবলি সাপেক্ষে কোনো কলেজ বা সমমানের প্রতিষ্ঠানে অনলাইনে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে। এ ছাড়া উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণসহ অন্যান্য বছরের শিক্ষার্থীরাও ভর্তির জন্য বোর্ডে ম্যানুয়ালি আবেদন করতে পারবে। বিদেশি কোনো বোর্ড বা অনুরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড তার সনদের মান নির্ধারণের পর ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

বিজ্ঞান গ্রুপ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের যেকোনোটি; মানবিক গ্রুপ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের যেকোনোটি এবং ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক গ্রুপের যেকোনোটিতে আবেদন করতে পারবে।

আর যেকোনো গ্রুপ (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ইসলামি শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও সংগীত গ্রুপের যেকোনোটি; মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে বিজ্ঞান গ্রুপে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের যেকোনোটি এবং সাধারণ ও মুজাব্বিদ মাহির গ্রুপ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান গ্রুপ ব্যতীত যেকোনোটিতে আবেদন করতে পারবে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের যেকোনো গ্রুপে ভর্তির আবেদন করতে পারবে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা বোর্ড প্রতিবছর নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বরাবর ভর্তির আবেদন, ফলাফল প্রকাশ, ভর্তি ও ক্লাস শুরুসংক্রান্ত শিডিউলের বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণপূর্বক অনুমোদন গ্রহণ করবে এবং তা প্রতিবছর বিজ্ঞপ্তি আকারে জারি করবে।

## কলেজ বা সমমানের প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন

সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত কোনো ছাত্রছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করা যাবে না। কিংবা বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ছাড়পত্রের বরাতে ভর্তি করা যাবে না। ছাড়পত্রের (টিসি) মাধ্যমে ভর্তির ক্ষেত্রে কলেজ বা সমমানের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রী ভর্তির ১৫ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে জমা দিতে হবে।

## ভর্তি ফি সর্বোচ্চ ৮৫০০ টাকা

এবার একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সর্বোচ্চ ফি ৮ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ইংরেজি ভাসনের নন-এমপিও কলেজগুলো এ হারে ভর্তি ফি নিতে পারবে। আর ঢাকা মেট্রোপলিটনের বাংলা ভাসনের নন-এমপিও কলেজগুলো একাদশে ভর্তিতে সর্বোচ্চ ৭ হাজার ৫০০ টাকা ভর্তি ফি নিতে পারবে।

ঢাকা ছাড়া অন্য মেট্রোপলিটন এলাকার বাংলা ভাসনের নন-এমপিও কলেজগুলো সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা ও ইংরেজি

এমপিও কলেজগুলো তিন হাজার টাকা ও ইংরেজি ভাসনের নন-এমপিও কলেজগুলো চার হাজার টাকা ফি নিতে পারবে। আর উপজেলা পর্যায়ের বাংলা ভাসন নন-এমপিও কলেজ ২ হাজার ৫০০ টাকা ও ইংরেজি ভাসন নন-এমপিও কলেজ ৩ হাজার টাকা ফি নিতে পারবে।

অন্যদিকে ঢাকা মেট্রোপলিটনের এমপিওভুক্ত কলেজগুলো বাংলা ও ইংরেজি ভাসনে ভর্তির ফি নির্ধারণ করা হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা। ঢাকা ছাড়া অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকার বাংলা ভাসনের এমপিওভুক্ত কলেজগুলো ও ইংরেজি ভাসনের এমপিওভুক্ত সর্বোচ্চ তিন হাজার টাকা ভর্তি ফি নিতে পারবে। জেলা পর্যায়ের বাংলা ভাসনের এমপিওভুক্ত কলেজ ও ইংরেজি ভাসনে এমপিওভুক্ত কলেজ দুই হাজার টাকা ফি নিতে পারবে। আর উপজেলা পর্যায়ের বাংলা ভাসনে এমপিওভুক্ত কলেজ ১ হাজার ৫০০ টাকা ও ইংরেজি ভাসন এমপিওভুক্ত কলেজ ১ হাজার ৫০০ টাকা ফি নিতে পারবে।

## ক্লাস শুরু ৩০ জুলাই

একাদশ শ্রেণিতে ক্লাস শুরু হবে আগামী ৩০ জুলাই।

ঢাকার নটর ডেম কলেজসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া একাদশ শ্রেণির ভর্তিতে কোনো বাছাই পরীক্ষা হয় না। এসএসসি ও সমমানের ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। একজন শিক্ষার্থী যতগুলো কলেজে আবেদন করবে, তার মধ্য থেকে শিক্ষার্থীর মেধা, কোটা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও পছন্দক্রমের ভিত্তিতে ভর্তির জন্য একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তার অবস্থান নির্ধারণ করা হয়।

\* একাদশে ভর্তির নীতিমালাটি দেখুন [এখানে](#)



প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন



 **prothomalo.com**

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান  
স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৪ প্রথম আলো

By using this site, you agree to our [Privacy Policy](#).